পর্তুগিজ প্রিমিয়ার লিগার ম্যাচে ফেরেইরাকে ৪-২ গোলে হারাল রিও আভে।

মাঠে - ময়দানে

পর্তুগিজ প্রিমিয়ার লিগার ম্যাচে ফেইরেন্সেকে ২-১ গোলে হারাল এফসি পোর্তো।

কেপটাউনে 'ফ্রিডম'-এর যুদ্ধে নামছে কোহলির টিম ইন্ডিয়া

ফাইল চিত্র

কেপটাউন, ৪ জানুয়ারি: ২৫ বছর হয়ে গেছে কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে টেস্ট সিরিজ জিততে পারেনি ভারত। এবার তার লক্ষেই নামতে চলেছে বিরাট কোহলি অ্যান্ড কোং।

নিউল্যান্ডসে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্টের আগে পাঁচটি প্রশ্ন ভাবাচ্ছে বিশেষজ্ঞদের। প্রথমত, ওপেনিংয়ে মুরলি বিজয়ের সঙ্গী কে হবেন? দেশ ছাড়ার আগে কোহলি জানিয়েছিলেন, বিজয়-শিখর জুটিই প্রথম টেস্টে খেলবে। কিন্তু ধাওয়ানের চোট রয়েছে বলেই টিম সূত্রে খবর। সেক্ষেত্রে সুযোগ পেতে পারেন লোকেশ রাহুল। যদিও বিষয়টি ঠিক কি পর্যায়ে আছে তা জানে না কেউই। দ্বিতীয়ত, টিম কম্বিনেশন কি হবে? অন্যান্য স্থানে খেলোয়াড় ঠিক হয়ে গেলেও ৬ নম্বরে রোহিত শর্মা না হার্দিক পান্ডিয়া তা ঠিক হয়নি এখনও। তৃতীয়ত, রবিচন্দ্রন অশ্বিন না রবীন্দ্র জাদেজা? সূত্রের খবর, জাদেজার অসুস্থতা রয়েছে। সেক্ষেত্রে দল নির্বাচনে কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু অশ্বিন ও জাদেজা দু'জনেই সুস্থ থাকলে দল নির্বাচন যথেষ্ট কঠিন হতে চলেছে। চতুর্থত, অজিঙ্কা রাহানের ফর্ম। শেষ কয়েক বছরে বিদেশের মাটিতে ভারতের সেরা ব্যাটসম্যান রাহানের ব্যাটে রয়েছে রান খরা। ঘরের মাঠে শেষ শ্রীলঙ্কা সিরিজে পাঁচ ইনিংস মিলিয়ে মাত্র ১৭ রান করেছেন এই মুম্বইকর। তাঁর কেরিয়ারে এটাই সবচেয়ে জঘন্য পারফরম্যান্স। প্রোটিয়া পেসারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতীয় দলের মিডল অর্ডারকে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব থাকবে রাহানের উপরেই। ফলে তিনি রান না পেলে সেটা ভারতের চাপ অনেকটাই বাড়াবে। এবং পঞ্চমত, তৃতীয় পেসার কে হবেন? এই মুহূর্তে মহম্মদ সামি দেশের সেরা পেসার। আর সুইংয়ের ক্ষেত্রে ভুবনেশ্বর কুমারকে টেক্কা দেওয়ার মত কেউ নেই। ফলে এই দুজনের দলে থাকাটা নিশ্চিত। কিন্তু তৃতীয় পেসার হওয়ার ক্ষেত্রে লড়াই ইশান্ত শর্মা ও উমেশ যাদবের মধ্যে। স্কোয়াডে থাকলেও যশপ্রীত বুমরাহ এখনই টেস্ট ক্যাপ পাবেন না। ফলে ইশান্ত বা উমেশের মধ্যে কোনও একজন তৃতীয় পেসার হবেন।

এমনিতে দক্ষিণ আফ্রিকার খরার জন্য নিউল্যান্ডসের উইকেটে পেস-বাউন্স অনেকটাই কম থাকবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু ভারতের শেষ ইংল্যান্ড সফরকে মাথায় রেখে উইকেটে সুইং হওয়ার অনুকূল পরিবেশ রেখেছেন কিউরেটার। কয়েকবছর আগে সেই সফরে সুইং সামলাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন বিরাট কোহলি। আর ভারত অধিনায়কই যে দলের মেরুদণ্ড, তা ভালই জানে প্রোটিয়ারা। তবে কোহলি এখন আগের থেকে অনেকটাই পরিণত। ফলে শুধু সুইং দিয়ে কাজ হবে না। তাই চার পেসার সহ দল নামালেও ভারতের বিরুদ্ধে বোর্ডে বড় রান তুলতে মরিয়া প্রোটিয়া শিবির। আর খরা কাটাতে মরিয়া ভারত।

বিহারকে রঞ্জি খেলতে দেওয়ার সুপ্রিম নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি: **বিহারকে রঞ্জি ট্রফি সহ ঘরোয়া ক্রিকেটের অন্যান্য টুর্নামেন্ট খেলতে দেওয়ার জন্য বিসিসিআইকে নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। বিহার শেষবার রঞ্জি খেলেছিল ২০০৩-০৪ মরশুমে। বিহার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সচিব আদিত্য বর্মার আবেদনের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার বোর্ডকে এই নির্দেশ দিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত।**

বিহার ভেঙে নতুন রাজ্য ঝাড়খণ্ড হওয়ার পর বোর্ডের ঘরোয়া টুর্নামেন্ট খেলার যোগ্যতা হারায় বিহার। কিন্তু বোর্ডের কোনও টুর্নামেন্ট খেলতে না পারায় হতাশ হতে হয় বিহারের ক্রিকেটারদের। তাই এ নিয়ে দীর্ঘদিন লড়াই করেন বিহার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সচিব আদিত্য বর্মা। দু'বছর আগে ঘরোয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্ট খেলার অধিকার নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন তিনি।

বৃহস্পতিবার এ নিয়ে বোর্ডকে কড়া বার্তা দিল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ বিসিসিআইকে পরিষ্কার জানিয়ে দেয় ক্রিকেটীয় কারণে রঞ্জি ট্রফি সহ বোর্ডের ঘরোয়া বাকি টুর্নামেন্টেও বিহারকে খেলতে অনুমতি দিতে হবে। এ নিয়ে বিহার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অথবা কমিটি অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অ্যাডহক বডি গঠন করে যাবতীয় ব্যবস্থা করবে। সিওএ-র প্রস্তাবিত বোর্ডের সংবিধানে বিহার হল ৩০তম ফুল মেম্বারশিপ রাজ্য।

দুর্বল চার্চিলের বিরুদ্ধে জিতে লিগ শীর্ষে থাকাই লক্ষ্য ইস্টবেঙ্গলের

পানাজি, ৪ জানুয়ারি: বিমানবিভ্রাট যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না লাল-হলুদের। গতকাল দিল্লি থেকে গোয়াগামী বিমানও প্রায় আটঘণ্টা দেরিতে গোয়া পৌঁছায়। দিল্লি থেকে গোয়ার বিমানটির মুম্বই বিমানবন্দরে ছুঁয়ে গোয়াতে আসার কথা ছিল। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী গোয়াতে এসেও খারাপ পরিবেশের জন্য বিমানটি মুম্বই ফিরে যায়।

মুম্বই থেকে সন্ধ্যাবেলা গোয়াতে আসে ইস্টবেঙ্গল। এই ক্লান্তি কাটাতে আজ প্রথম একাদশে খেলা ফুটবলারদের বিশ্রাম দিয়েছিলেন খালিদ জামিল। তবে, বেনোলিয়ামের মাঠে সুরাবুদ্দিন, ব্রাঙ্ডন, মিরশাদ, রফিক, চুনোভো, রাখলরা অনুশীলন করেন। এছাড়া, গোয়াতে ক্রিসমাসের ছুটি কাটাতে আসা দুই ফুটবলার রিচার্ড কোস্টা ও গ্যাব্রিয়াল ফার্নান্ডেজও অনুশীলনে যোগ দেন। হোটেলের জিমে অর্ণব, সালাম, প্রকাশ সরকার, বাচ্ছো, চালসিদের ঘাম ঝড়াতে দেখা যায়।

এদিকে প্লাজাকে চোটমুক্ত করে মাঠে ফেরাতে তৎপর লাল-হলুদ ব্রিগেড। আজ সুইমিং পুলে দীর্ঘক্ষণ অভিনব ফিজিক্যাল ট্রেনিং করানো হয় ট্রিনিদাদ ও টোবাগোর এই বিদেশিকে। যদিও প্লাজা নিজে বললেন, 'হালকা ব্যথা আছে, চারদিন সময় আছে এখনও। আশা করছি চার্চিল ম্যাচেই মাঠে নামতে পারব।' গোয়ার গরমও চিন্তার কারণ লাল-হলুদের। কাউন্সিল মতে, 'ইস্টল আর দিল্লিতে তাপমাত্রা দশের নিচে ছিল। এখানে প্রায় ত্রিশ ডিগ্রির কাছাকাছি। তাই দ্রুত এই

গ্যাসিয়ার তত্ত্বাবধানে চলছে ইস্টবেঙ্গলের অনুশীলন।

পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। চার্চিল নিজেদের মাঠে খেলবে, ওদের হোম অ্যাডভান্টেজ নিতে দেওয়া যাবে না। যদিও আমাদের দলেও ডৌজানোর ফুটবলার আছে।'

হোটেলের লবিতে দাঁড়িয়ে এডু বলেন, 'চার্চিল আমাদের বিরুদ্ধে হোম ম্যাচে খুব ভাল খেলেছে। তাই ওদেরকে হালকাভাবে নিচ্ছি না। আজকের বিশ্রামটা খুব দরকার ছিল। এই অ্যাওয়ে ম্যাচ থেকেও তিন পয়েন্ট দরকার। আমরা তৈরি, মাঠে স্বাভাবিক খেলাটা খেলতে পারলেই জিতব।' বহুদিন পর মাঠে ফিরে লোবো জানালেন, 'প্রথম একাদশে খেললে আত্মবিশ্বাস বাড়ে। এটা দলের পক্ষেও ভাল। তবে, এখন আমরা দলগত সংহতিতে বিশ্বাসী। যেই খেলুক, দিনের শেষে তিন পয়েন্টটাই আসল। চার্চিল এই মুহূর্তে ভাল খেলছে। ওদের হারানোর জন্য নিজেদেরেকেও ছাপিয়ে যেতে হবে।'

এছাড়া আজ থেকেই শুরু হল অনলাইনে ডার্বির টিকিট বিক্রি। টিকিট পাওয়া যাবে **www.kyazoonga.com**-এ টিকিটের দাম ১০০, ২০০, ৫০০ ও ৭০০ টাকা। ইস্টবেঙ্গলের সদ্যসদেরও বৈধ সদস্যকার্ড দেখিয়ে ক্লাবকাউন্টার থেকে টিকিট সংগ্রহ করতে হবে। এছাড়া পনেরো তারিখ থেকে তাঁবু ও সল্টলেক স্টেডিয়ামেও কাউন্টার খোলা হবে। মোহনবাগান সদস্যদের জন্য পাঁচ হাজার টিকিট ফ্রি-তে দেবে ইস্টবেঙ্গল।

নড়বড়ে নৌকার হাল ধরে স্বপ্নের ফেরিওয়ালা শঙ্কর

স্টাফ রিপোর্টার: বাগানে শুরু শঙ্কর ইনিসে, সেই ইনিংসের শুরুতেই ফুটবলারদের উপর থেকে চাপ কমাতে চান বাগানের নয়া কোচ। টানা তিন ম্যাচ ড্রয়ের পর চেন্নাইয়ের কাছে হার। ফুটবলারদের আত্মবিশ্বাস এখন তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে মানছেন শঙ্করলাল চক্রবর্তী। দলকে বাউন্স ব্যাক করতে শঙ্করের ব্লু-প্রিন্টে এখন এক নম্বর টাস্ক আত্মবিশ্বাস ফেরানো। ডার্বির পর পাঁচ ম্যাচে মাত্র একটাতেই পুরো পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছেড়েছে বাগান। সেটাও পাঁচ গোলে। এরপরই ছন্দপতন। ঘরের মাঠে টানা তিন ম্যাচ ড্র আর শেষরটায় লজ্জাজনক হার। লিগের শুরুতে বড় ম্যাচের চাপ সামলেছে বাগান। এরপরই হঠাৎ টলমল নৌকা। পেনাল্টি ছাড়া গোল পাচ্ছেন না ক্রোমা-ডিকারা। বাগানের আকাশে জড়ো হওয়া কালো মেঘের কারণ ব্যাখা করতে গিয়ে শঙ্করলাল সাফ বলেন, 'বড় ম্যাচে জয়ের পর দলের কম্বিনেশনটাই পাল্টে গিয়েছে। চারটে গুরুতর চোটেই সব সমীকরণ পাল্টে গিয়েছে। ফুটবলাররা চাপ নিতে পারছে না। সেই গুমোট ভাবটাই এবার কাটাতে হবে।' লিগ টেবলে ডিকা-ক্রোমারা এখন পঞ্চম স্থানে। সিঁড়ি বেয়ে পয়েন্ট টেবলের মগডালে বাউন্স ব্যাক করাটা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়, বলছেন শঙ্করলাল। সফলভাবে পয়েন্ট টেবলে বাউন্স ব্যাক করতে ফুটবলারদের থেকেও খানিক বাড়তি পরিশ্রম চাইছেন নয়া কোচ। প্লেয়ারদের ২০০ শতাংশ উজাড় করে দিতে বলেছেন বাগানের নয়া স্বপ্নের ফেরিওয়ালা। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে সামনের এগারোটা ম্যাচে অঙ্ক কষে এগোতে চান সঞ্জয় সেনে উত্তরসুরি। বাগানের কোচের ভূমিকায় তাঁর সামনে লক্ষ্য এখন আইজল।

জামশেদপুর বনাম মুম্বই, দু'দলের রক্ষণের লড়াই

জামশেদপুর, ৪ জানুয়ারি: দুই কৃপণ রক্ষণের লড়াই। চতুর্থ ইন্ডিয়ান সুপার লিগে লড়াই দুই ধুরন্ধর কোচ স্টিভ কোপেল এবং আলেকজান্দ্রে গিমারায়েসের কৌশলেরও লড়াই। জেআরডি টাটা স্পোর্টস কমপ্লেক্স, জামশেদপুরে শনিবার জামশেদপুর এফসি'র মুখোমুখি মুম্বই সিটি এফসি।

সাত ম্যাচে মাত্র দু'গোল খেয়েছে জামশেদপুর। তাদের গোলরক্ষক সুব্রত পাল পাঁচটি ম্যাচে কোনও গোল খাননি। মুম্বই সিটির জালে বল ঢুকেছে সাতবার, যার মধ্যে পাঁচবার অ্যাওয়ে ম্যাচে। দুই দলের মধ্যে চার পয়েন্টের ফারাক। তবে, জামশেদপুর আবার একটি ম্যাচ কম খেলেছে। যদি এই ম্যাচে জিততে পারে, এখনকার ষষ্ঠ স্থান থেকে প্রথম চারের দিকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করবে জামশেদপুর। কিন্তু দু'দলের আসল পার্থক্য যেখানে, জামশেদপুর যদি মাত্র দুটি গোল করে থাকে এখনও পর্যন্ত, মুম্বই সিটি করেছে ১১টি গোল। কোপেল তাই পরিসংখ্যান নিয়ে সত্যিই চিন্তিত। 'আশা করছি (গোল করব)। আমি আসলে সেই সব অনুরাগীদের মতো যারা মাঠে আসে আর মরিয়া হয়ে আশা করে নিজেদের সমর্থিত দলের গোল দেখতে পাবে। যা এখনও দেখতে পায়নি তারা। তবে, আমার বিশ্বাস, গোল পাব আমরা। যত তাড়াতাড়ি পাই ততই মঙ্গল। আমাদের কাছে এটাই এখন আগ্রাধিকার তালিকায়। তবে, একই সঙ্গে বলব, আমাদের রক্ষণের প্রশংসা করতে হবে সবাইকেই। রক্ষণে আমরা সত্যিই শক্তিশালী। এবার ঠিকঠাক ভারসাম্য খুঁজে নিতে হবে রক্ষণের সঙ্গে আক্রমণের। এগিয়ে খেলতে গিয়ে রক্ষণ ভুলে গেলে চলবে না। উদ্দেশ্য পরিষ্কার। ফুটবলাররাও সর্বস্ব দিতে তৈরি' বলেছেন কোপেল।

মাঠের অবস্থা নিয়েও খুব বেশি চিন্তিত নন, জানিয়ে দিয়েছেন কোপেল। জামশেদপুরের মাঠের অসমান বাউন্স নিয়ে কিছু কথা উঠেছে। ইংরেজ কোপেল জানিয়েছেন, 'মাঠ তো মাঠই। রাতারাতি তো আর পরিবর্তন সম্ভব নয়।' সঙ্গে জানাতে ভোলেননি, যে কোনও মাঠে যে কোনও পরিস্থিতিতেই খেলতে প্রস্তুত তাঁর দল।

জামশদপুরের রক্ষণ সংগঠন সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসাই করেছেন মুম্বইয়ের কোচ গিমারায়েস। 'বলের দখল হারিয়ে ফেললে ফিরে পেতে প্রচণ্ড পরিশ্রম করে জামশেদপুর, রক্ষণের ফাঁকফোকরগুলোও বুজিয়ে রাখে। আমাদের বুঝে নিতে হবে যে, খেলাটা আসলে বিপক্ষ রক্ষণের ফাঁকফোকর খুঁজে নেওয়ার। বেশ কঠিন কাজ। তবে, আমিও খুশি যেভাবে শেষ ম্যাচে আমার ফুটবলাররা অনুরূপ পরিস্থিতিতে শ্রেষ্ঠ কাজটাই করেছিল। এই ধরনের ম্যাচে ওটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ' বলেছেন তিনি। গিমারায়েস জানেন যে জামশেদপুর তাঁর সেরা এবং সবচেয়ে সৃষ্টিশীল অস্ত্র আটকে রাখার চেষ্টা করবে। আট ম্যাচে ক্যামেরুনের ফুটবলারের পা থেকে এসেছে একটি গোল এবং চারটি গোলের পাস। ৩০৪ বার পাস দিয়েছে, বল ছুঁয়েছেন ৪০৬ বার - মুম্বইয়ের যে কোনও ফুটবলারের চেয়ে বেশি।

এমানা আর মুম্বইয়ের সর্বোচ্চ গোলদাতা বলবন্ত সিংকে (৫ গোল) থাকতে হবে নিজেদের দক্ষতার শীর্ষে। কারণ বিপক্ষে এবার এমন একটি দল যারা রক্ষণে আত্মবিশ্বাসী আর বিপক্ষকে এগোতে দিয়ে প্রতি আক্রমণে ধরাশায়ী করতে চেয়েছে চতুর্থ আইএসএলের শুরু থেকে।

হাওড়ার আন্দুলে শৈলেন্দ্র শিল্ডের সেমিফাইনালে ধূলাগড়ি নেতাজি স্পোর্টিংকে ৩-১ গোলে হারাল ধূলিয়া অ্যাথলেটিক্স ক্লাব। ম্যাচের সেরা হয়েছেন ধূলিয়ার গোলরক্ষক কুণাল ঘোষ (ছবিতে নীল জার্সি)।

ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ : রিয়ালের বিতর্কিত প্রেসিডেন্ট

মাদ্রিদ, ৪ ডিসেম্বর: স্পেনের এক বিখ্যাত সাংবাদিক একবার বলেছিলেন, 'স্পেন কেবল টেলিফোন দিয়েই নিয়ন্ত্রণ করা যায়।' কথাটির মানেটা এমন যে, স্পেনে যার যত বেশি মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক সে তত প্রভাবশালী। ঠিক এই শ্রেণির সবচেয়ে সফল ও প্রভাবশালী লোকটিই বোধহয় রিয়াল মাদ্রিদের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ। তিনি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র। খুব দারুণ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন কি? না। এরপর তাঁর পদার্পণ হয় রাজনৈতিক অঙ্গনে, সেখানেও কি সফল কেউ? না। প্রেসিডেন্ট হিসাবেও কি সততা বা আদর্শের প্রতিভূ? না। তবে কেন তিনি আজকের ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ, ফুটবল জগতের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব? এই বিষয়টি নিয়েই আমাদের আজকের আয়োজন।

মাদ্রিদ পলিটেকনিক ইস্টিটিউটের পুরকৌশলের স্নাতক তিনি। শুরুটা করেছিলেন মাদ্রিদ সিটি কাউন্সিলরে চাকরি দিয়ে। তার বাবার বড় ব্যবসা থাকলেও তিনি সেই পথ মাপেননি। নিজ গরজেই তাই সিটি কাউন্সিলে যোগদান করেন। অল্পদিনের মধ্যেই পদোন্নতি এল। গণ যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে পদোন্নতি প্রাপ্ত হলেন কিন্তু তার লক্ষ্য আরও বড় কিছুর দিকে। অন্য তরুণরা যখন এমন একটি চাকরি পেলে বর্তে যায়, তিনি সেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে রাজনীতির ময়দানে নামেন। ডেমোক্রেটিক রিফর্মিস্ট পার্টি নামক এক দলে যোগ দেন। ব্যক্তিগত ক্যারিশমার জোরে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সেই দলের সাধারণ সম্পাদক হয়ে যান। কিন্তু রাজনৈতিক ময়দানে ধাক্কা খান ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে যখন তার দলের মারাত্মক ভরাডুবি হয় তখন। সব ব্যর্থতার দায়ভার মাথায় নিয়ে পদত্যাগ করেন। এবার গন্তব্য ব্যবসা জগতে।

ব্যবসায় নূন্যতম জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা ছাড়াই কয়েকজন বন্ধুসমেত 'পাডরোস' নামে একটি দেউলিয়া আবাসন কোম্পানি খুব অল্প দামে কিনে নেন। সৌভাগ্যবশত সেই সময় থেকেই স্পেনের আবাসন খাতের চাকা ঘুরতে শুরু করে। দেউলিয়া কোম্পানিকে প্রথম বছরই লাভের মুখ দেখান পেরেজ। আবাসন খাতের

পর্তুগিজ মহাতারকা ফিগোকে সই করিয়েই আলোচনার কেন্দ্রে আসেন পেরেজ।

সুবাতাসের সবচেয়ে বেশি ফায়দা নিয়ে মাত্রই ব্যবসায় নাম পেরেজ দেউলিয়া পাডরোস কোম্পানিকে নিয়ে আসেন স্পেনের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় কোম্পানির অবস্থানে। এই সময়েই তার বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি হতে থাকে। ১৯৯৩ সালে অন্য একটি বড় কোম্পানির সঙ্গে একীভূত হয়ে পাডরোস পরিণত হয় 'এসিএস' নামে এক কোম্পানিতে যেটি হয়ে ওঠে বিশ্ব আবাসন ব্যবসায় প্রথিতযশা এক নাম। বছরের পর বছর স্পেনে এই কোম্পানিটি আবাসন খাতে রাজত্ব করছে। ১৯৯৫ সালে পেরেজ তার পরবর্তী লক্ষ্য স্থির করেন ক্রীড়াজগতে নিজের অবস্থান জানান দিতে।

রিয়াল মাদ্রিদে পেরেজের আগমন

১৯৯৫ সালে রিয়ালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দাঁড়ান পেরেজ। রেমন মেনেডোজার কাছে ৬৯৯ ভোটে হেরে যান তিনি। দমে যাননি, ২০০০ সালে আবার নির্বাচনে দাঁড়ান তিনি। ভাবা হচ্ছিল বরাবরের মতো আবারও তার নির্বাচনভাগ্য তার বিরুদ্ধাচরণ করবে। ঠিক তখনই তার জীবনের সেরা 'মাস্টারস্ট্রোক' খেললেন। তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট লোরেঞ্জোও প্রার্থী, তার আমলে শেষ ৩ বছরে রিয়াল ২টি চ্যাম্পিয়ন লিগ জিতেছে। এই সাফল্যে গদগদ হয়ে তিনি ভাবলেন তার জয় ঠেকায় কে! তখনই পেরেজ সেরা চালটি চাললেন। ঘোষণা দিলেন, তিনি জিতলে বার্সা থেকে ফিগোকে রিয়ালে নিয়ে আসবেন। ফিগো তখন বার্সার সেরা খেলোয়াড়, বার্সার অধিনায়ক। তাঁর ভাষায় ফিগোকে আনাটা ছিল বার্সা থেকে তাদের 'আত্মা ছিনিয়ে নিয়ে আসা।' সবাই ভাবলো ভুয়ো প্রতিশ্রুতি। কিন্তু তিনি বলে বসলেন তিনি যদি জেতেন আর ফিগোকে না আনতে পারেন, তবে সব মাদ্রিদিস্তাকে ফ্রিতে বার্নাব্যুতে একবছর খেলা দেখতে দেবেন।

ফিগোকে কেনার জন্য তাঁর এজেন্টকে পেরেজ প্রায় ২ মিলিয়ন ডলার দেন, বলে তিনি জিতলে রিয়ালে আসতে হবে আর হারলে টাকা ফেরত দিতে হবে না। সবার মতো তারও ভেবেছিলেন আর যাই হোক পেরেজ জিতবেন না। তাই টাকটা নেন, কিন্তু বড় ব্যবধানে পেরেজ জিতেই যান। সেই চুক্তিতে আরেকটা ধারা ছিল যে, না আসলে ১৯ মিলিয়ন ডলার ফেরত দিতে হবে। পেরেজের জয় সব এলোমেলো করে দেয়। অসম্ভবকে সম্ভব করে নিয়ে আসেন বার্সা অধিনায়ক ফিগোকে। শুধু হল রিয়ালে নতুন এক ধারা, 'গ্যালাকটিকো' বা 'তারার মেলা'।

অর্থনৈতিক সংস্কারে পেরেজ

পেরেজ যখন আসেন তখন রিয়াল ঋণের ভারে জর্জরিত, ৩০০ মিলিয়ন ডলারের ঋণ। পেরেজ এসেছিলেন তাঁর ব্যবসায়িক মস্তিষ্ক কাজে লাগিয়ে রিয়ালকে আর্থিক দৈন্য থেকে উদ্ধার করতে। শুরুতেই কিছু কড়া সিদ্ধান্ত নেন।

রিয়াল মাদ্রিদ ক্লাবটি মাদ্রিদের একদম প্রাণকেন্দ্রে, সেই সম্পত্তি তিনি এসেই ৫০০ মিলিয়ন ডলারে বিক্রি করে দেন। এই সিদ্ধান্তের এখনো অনেক সমালোচক আছে। পেরেজের আপাদমস্তক চিন্তা ছিল আর্থিক সংস্কার। রিয়াল এখন সব খেলোয়াড় কিনতে থাকে যারা তাদের সেরা সময়ে আছেন, যাদের দর্শকপ্রিয়তা তুঙ্গে, যাদের বিপণন মূল্য অনেক বেশি। তাদের কেরিয়ার শেষের দিকে কিন্তু পেরেজের কাছে তারা ছিলেন সাফল্যের নিশ্চয়তা এবং অতি অবশ্যই বাণিজ্য।

আর্থিক নৈরাজ্যের থাকা একটি ক্লাবে ফিগো, রোনাল্ডো, জিদান, ওয়েনের মতো তারকাদের নিয়ে আসেন। বহুল প্রচলিত একটি গুজব হল, তিনি নাকি রোনাল্ডিনহোকে কেনেননি কেবল তার স্মার্টনেসের অভাবের জন্য। উদাহরণস্বরূপ, সেই যুগের সবচেয়ে বেশি বিপণনযোগ্য খেলোয়াড় ছিলেন ডেভিড বেকহ্যাম। তাঁকে দলে ভেড়ানোর মানেই ছিল তার ছবিস্বত্ব, বিপণনস্বত্ব- সব মিলিয়ে ট্রাম্পকার্ড ফি উঠে এসেও আরও লাভ থাকতো রিয়ালের। সব ছবিস্বত্ব, বাণিজ্যস্বত্ব এসব থেকে রিয়ালের প্রচুর অর্থ আসতে থাকে। রিয়াল পরিণত হয় আর্থিকভাবেও প্রভাবশালী এক ক্লাবে। *(চলবে)*

প্রকাশক এবং মুদ্রক টি দুর্গা রাও, স্বত্বাধিকারী : আশিষলাহা, ৯৭/২, এম জি রোড, মিডিল পয়েন্ট, পোর্ট ব্লেয়ার-৭৪৪১০১ থেকে প্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, ডলিগঞ্জ, পোর্ট ব্লেয়ার-৭৪৪১০৩ থেকে মুদ্রিত, সম্পাদক : আশিস লাহা* (পিআরবি আইন অনুযায়ী প্রকাশিত সমস্ত সংবাদের জন্য দায়বদ্ধ)।
Printed and published by T Durga Rao, owned by Asish Laha and published from 97/2, M. G. Road, Middle Point, Port Blair-744 101 & printed at Echo Printing Press, Dollygunj, Port Blair-744 103. Editor : Asish Laha*(*responsible for selection of news under the PRB Act).